পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
যুগ্ম প্রশাসনিক ভবন
এইচ.সি-৭, বিভাগ-৩, লবন হ্রদ, কলিকাতা-৭০০১০৬

স্মারক সংখ্যা-২৫৬১(২১)-আর ডি/ও/এনআরইজিএ/১৮- এস-০২/১৬ তাং ০১/০৬/১৬

প্রেরক :

দিব্যেন্দু সরকার, মহাধ্যক্ষ, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

প্রাপক :

১) প্রধান সচিব, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন

২-২০) জেলা শাসক, সকল জেলা

২১) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ-কে।

বিষয় : বৃক্ষপাট্টা সম্পর্কিত নির্দেশিকা

মহাশয়/মহাশয়া,

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে মহাত্মাগান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বৃক্ষরোপণের কাজ ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলায় শুরু হয়ে যাওয়ার কথা । লেবার বাজেটে মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে এবছর এ রাজ্যে মোট ১৫৩৫৫ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে গাছ লাগানোর কথা, যদিও জেলাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রায় বেশ উল্লেখযোগ্য ফারাক দেখা যাচ্ছে । সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় ব্লক প্ল্যানটেশনের সুযোগও যথেষ্ট পরিমানে রয়ে গেছে । এসব বিবেচনা করে নিম্নলিখিত কাজগুলি এখনই করে ফেলতে হবে ।

১) এবছরে লাগানোর জন্য হাতে কত গাছ আছে তা নির্দিষ্ট করে ফেলা । গাছ বনবিভাগ, সি.এ.ডি.সি, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব ও স্বনির্ভর দলের তৈরী করা নার্সারি থেকে কেনা যেতে পারে । এই সব সূত্র থেকে উপযুক্ত পরিমানে চারাগাছ না পাওয়া গেলে ব্যক্তিগত কৃষকের কাছ থেকেও চারা কেনা যেতে পারে ।

২) চারা নির্দিষ্ট করার জন্য যে সমস্ত মানুষ বা স্বনির্ভর দলকে যুক্ত করা হবে তাদের পছন্দ জেনে নিয়ে যতটা সম্ভব চারা চিহ্নিত করা যেতে পারে ।

৩) গাছ লাগানো ও তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ঐ এলাকার জবকার্ডধারীদের যুক্ত করতে হবে । আমরা চাই এই কাজে স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের যুক্ত করা হোক । স্বনির্ভরদলের সদস্যাদের মধ্যে থেকে জবকার্ড আছে

এমন চারা কিনতে প্রতি ২০০টি চারার জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে । প্রাথমিক পরিস্থিতিতে প্রতি ৫০ থেকে ১০০ গাছ পিছু একজন অথবা ২০০ থেকে ২৫০ টি গাছ পিছু চারজনের দলটিকে এই কাজে যুক্ত করা যেতে পারে ।

৪) চারা ও গাছ লাগানোর জমি - উভয়ই চিহ্নিত হয়ে গেলে গর্ত খোঁড়া ও গাছ লাগানোর কাজ শুরু করা যেতে পারে (পাট্টা প্রদানের পর) । এই কাজেও সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

৫) গাছ লাগানোর পাশাপাশি চারজনের দলটিকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে এদের সঙ্গে বৃক্ষপাট্টার চুক্তি করিয়ে ফেলতে হবে । বৃক্ষপাট্টা থাকলেই সেই জবকার্ডধারি ঐ উদ্যানে গাছের পরিচর্যা করার দায়িত্ব পাবেন । বৃক্ষপাট্টা ব্যতিরেকে এ বছর কোন অবস্থাতেই রাস্তার তীরবর্তী অঞ্চলে গাছ লাগানোর যাবে না (হেজিং ও ব্যক্তিগত উপভোক্তা প্রকল্প ছাড়া, ব্যক্তি উপভোক্তা প্রকল্পের সংরক্ষণবাবদ মজুরির টাকা বৃক্ষপাট্টার অনুরূপ শর্তে হবে)।

৬) বৃক্ষপাট্টা আছে এমন পরিবারগুলিকে গাছের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিতে হবে । এক্ষেত্রে মজুরী গাছের বেঁচে থাকার হারের ওপর নির্ভর করবে । প্রথম বছরটি গাছ লাগানোর বছর হিসাবে ধরে নিয়ে এক্ষেত্রে সাধারনভাবে তিন বছর এবং এক্ষেত্রে গাছ বিশেষ সর্বাধিক পাঁচ বছর পর্যন্ত রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা রাখা যাবে ।

৭) রাস্তার ধারে বা বাঁধে গাছ লাগানোর পাশাপাশি কতটা জমিতে ব্লক প্ল্যানটেশন হবে সেটাও ঠিক করে নিতে হবে । এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে অধিকার পাবে স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের নিজস্ব বা লিজ নেওয়া জমি / সরকারি / ভেস্টেড / পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমিতে গাছ লাগানো হলে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হবে রাস্তার ধারে গাছ লাগানোর প্রকল্পের অনুরূপ তবে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত জমিতে গাছ লাগানো হলে গাছ লাগানোর বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আর রক্ষণাবেক্ষণের মজুরী দেওয়া যাবে না ।

৮) কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও স্বনির্ভর দলের নিজস্বজমিতে লাগানো গাছের ক্ষেত্রে বৃক্ষপাট্টা লাগাবে না । অন্য সব ক্ষেত্রেই বৃক্ষপাট্টা বাধ্যতামূলক ।

৯) সমগ্র বিষয়টি রিভিউ করে নিম্নলিখিত ছকে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে এই বিভাগে জমা দিতে হবে । (ফলের গাছের এবং বনের গাছের আলাদা হিসাব দিতে হবে)

ক) কত কিলোমিটার রাস্তায় / বাঁধে গাছ লাগানো হচ্ছে

খ) কত হেক্টর জমিতে গাছ লাগানো হচ্ছে

গ) রাস্তার ধারে / বাঁধের ধারে লাগাতে কত গাছের চারা লাগছে

ঘ) ব্লক প্ল্যানটেশনে কত গাছের চারা লাগছে

ঙ) মোট কত চারা লাগছে

চ) কোন কোন ধরনের গাছ কতগুলি করে ব্যবহার (রোপন) করা হচ্ছে

ছ) ঐ পরিমান চারা জেলাতে আছে কি না

জ) না থাকলে কি পরিকল্পনা আছে ।

১০) এই হিসাবের কাজটা সম্পূর্ণ হলে এম.আইএস.-এ কাজের তথ্য এ বৃক্ষপাট্টার তথ্য ভরে দিতে হবে । প্রসঙ্গত গত আর্থিক বছরে রাজ্যে ৮০ লক্ষের ও বেশী গাছ লাগানো হলেও এম.আইএস.-এ উঠেছে মাত্র ২ লক্ষ ৬৫ হাজার গাছের তথ্য ।

এইসঙ্গে বৃক্ষপাট্টা সংক্রান্ত এ পর্যন্ত যেকটি নির্দেশনামা পাঠানো হয়েছে সেগুলি সংযুক্ত হল । নির্দেশনামাগুলি মেনে চলতে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

বিনীত ,

(দিব্যেন্দু সরকার, আই.এ.এস.)
মহাধ্যক্ষ, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প, পশ্চিম বঙ্গ

স্মারক সংখ্যা-২৫৬১(৩৬৩৬)-আর ডি/ও/এনআরইজিএ/১৮- এস-০২/১৬ তাং ০১/০৬/১৬

জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুলিপি প্রেরিত
১-২৯৪) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক.................................ব্লক
২৯৫-৩৩৪২) প্রধান ....গ্রাম পঞ্চায়েত

সুদীপ্ত পোড়েল, উপ সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

যুগ্ম প্রশাসনিক ভবন

সমষ্টি এইচ সি-৭, বিভাগ-৩, লবণ হ্রদ, কলিকাতা-১০৬

স্মারক সংখ্যা-১৩৪২আর ডি-পি/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫

বৃক্ষপাট্টা সম্পর্কিত নির্দেশিকা

ভারত সরকারের স্মারকসংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এন আর এ জি এ(ইউ এন) পার্ট২ তাং ৩১/০৭/১৪ মোতাবেক দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের স্থায়ী সম্পদ ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়, বিশ্ব উষ্ণায়নের কুপ্রভাব কমাতে, ভূমি ও জলের সংরক্ষণ ও সবুজায়নের লক্ষে 'বৃক্ষ পাট্টা' প্রদানের ও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

এই বৃক্ষ পাট্টা প্রদান ও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী নিম্নবর্ণিত পর্যায়ে সম্পাদন করতে হবে।

১) রাস্তা ও ভূমি খন্ড চিহ্নিতকরণ: প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা, পঞ্চায়েত ও জেলা বোর্ডের রাস্তা, নালা ও জলাশয়ের বাঁধ, উপকূলভূমি,রেল লাইন, সেচবাঁধ, পিডব্লুডি বা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধীনে জাতীয় রাজ্য, অন্যান্য সড়কের পার্শ্বে জায়গা চিহ্নিত করতে হবে।স্থানীয় পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি ও পঞ্চায়েতের কর্মী এ কাজটি করে ফেলবেন। একসারির পথপার্শ্ব, বহুসারি পথপার্শ্ব, পথপার্শ্বে খন্ডজমিতে এই কর্মসূচী নিতে হবে। খন্ডজমি যা সরকারি, বারোয়ারী বা স্বনির্ভর দলের লিজহোল্ড জমি খন্ডের সবুজায়ন একই নিয়মে করা যাবে।

২) উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ: মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের সূচী ১ অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ , যারা চিহ্নিত রাস্তা বা ভূমিখন্ডের সন্নিকটে বসবাস করেন তাদের উপভোক্তা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। এধরণের স্বনির্ভর দলকেও নির্বাচিত করা যায়। পঞ্চায়েত এ কাজ গ্রামসভা/গ্রামসংসদের সাহায্যে সম্পূর্ণ করবে।

৩) পরিবার পিছু গাছের ধরণ ও সংখ্যা নির্ণয়: নির্বাচিত উপভোক্তারা দরখাস্ত করবেন কোন প্রজাতির কতসংখ্যক গাছ তিনি পালন করতে চান । এলাকার নির্বাচিত উপভোক্তাদের এরূপ সকল দরখাস্ত একত্রিত করে মোট প্রজাতি ভিত্তিক গাছের সংখ্যা সংকলিত হবে। একটি উপভোক্তার গাছের সংখ্যা ৫০টির কম বা ২০০-র বেশি হবে না। প্রজাতি নির্বাচনের সময় প্রজাতিটি এলাকায় উপযুক্ত কিনা, চারার তৈরী ও সংগ্রহের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।পঞ্চায়েত প্রয়োজনে বাগিচা বিশারদের পরামর্শ নেবে।

৪) জমি অধিকারীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা : '১ নং খাপে' উপভোক্তা প্রতি বিভিন্ন প্রজাতি ও জমির খতিয়ান সিয়ে জমির মালিকানা প্রাপ্ত দপ্তরের কাছে পঞ্চায়েত দরখাস্ত করবেন, গাছ বসান ও গাছের উপর উপভোক্তাদের 'ফলভোগের' অধিকার সম্বলিত অনুমতি প্রাপ্তির জন্যে। গাছগুলি থকে যা কিছু সম্বৎসর পাওয়া যাবে তার ২৫% পাবে পঞ্চায়েত ও ৭৫% পাবেন উপভোক্তা। গাছের কাঠ টিম্বারের ক্ষেত্রেও (বনদপ্তরের নিয়ম মোতাবেক কাটতে হবে) ৭৫% পাবেন উপভোক্তারা এবং পঞ্চায়েত পাবে ২৫%।স্বনির্ভর দল বা উপভোক্তা গোষ্ঠী কোন লিজ জমিতে বন বা বাগান সৃষ্টি করলে ফলভোগের ক্ষেত্রে উপভোক্তা পাবে ৬৫%, জমি মালিক ২৫%, পঞ্চায়েত ১০%। কাঠ বা টিম্বারের ক্ষেত্রে এই ভাগ হবে উপভোক্তা ৫০% ,জমি

মালিক ৪০% ও পঞ্চায়েত ১০%। এই ভাগ সম্বলিত চুক্তি, দুটি বা তিনটি পক্ষের মধ্যে কাজ শুরুর পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। পঞ্চায়েতের নিজের জমির ক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন, তবে একই বয়ানে অনুমোদিত নোটশিট নথি হিসাবে রাখতে হবে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কারো জমিতে অনান্তর বনসৃজন করলে সংশ্লিষ্ট স্তরকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।জমির উপর কোন দখলদারি, কাঠামো করা যাবে না, কেবলমাত্র গাছই থাকবে।

৫) শর্ত ও অধিকার সম্বলিত 'বৃক্ষ পাট্টা' প্রদান: সরকারি জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের জমির ক্ষেত্রে রূপায়ণকারী পঞ্চায়েত '২ নং খাপে'এই 'বৃক্ষ পাট্টা'প্রদান করবে।দপ্তর পঞ্চায়েতকে তাদের অনুমতি বা আপত্তিহীনতার কথা জানালে, পঞ্চায়েত সেই অনুমতি উল্লেখ করেও এই পাট্টা প্রদান করতে পারে।দপ্তরের নির্দিষ্ট আধিকারিক প্রার্থিত অনুমতি প্রদান না করলে তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছেও অনুমতি প্রার্থনা করা যাবে।

৬) উপভোক্তাদের কাছ থেকে বনসৃজনের দরখাস্ত পেয়ে, পঞ্চায়েত বনসৃজনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সব প্রজাতির নির্ধারিত সংখ্যক গাছের চারাঘর তৈরী হাতে নিতে হবে (চারা তৈরী করে নিলে উপাদানের খরচ অনেক কমে ও কিছু কর্মদিবস তৈরী করা যায়) । কোন কারণে তা সম্ভব না হলে চারার উৎস নিশ্চিত করতে হবে। বন দপ্তর, উদ্যানপালন দপ্তর, সি এ ডি সি এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে।

৭) বনসৃজন বা বাগিচা তৈরী হতে হবে নির্দিষ্ট সূচি ও প্রাককলন মেনে। আগাছা নির্মূল,সার প্রদান, শুখা সময়ে জল প্রদান, পাহারা দেওয়ার কাজসমূহ উপভোক্তাদের দিয়ে করাতে হবে ও এ বাবদ প্রাপ্ত টাকা সরাসরি তাদের এ্যাকাউন্টে প্রদান করতে হবে(১০০ দিন পূর্ণ হলে উপকরণ খাত থেকে অর্থ দিতে হবে)।এই সময় সীমা হবে প্রজাতির ধরণের উপর নির্ভর করে তৈরী প্রাককলন অনুযায়ী, সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত। পাহারার মজুরি মিলবে পরের মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে , আগের মাসের জীবিত চারার অনুপাতে। ৯০%র বেশী গাছ বেঁচে থাকলে তবে পূর্ণ মজুরি মিলবে।৭৫%-৯০% বেঁচে থাকলে মিলবে অর্ধেক মজুরি। ৭৫% নিচে গাছ বাঁচলে পাহারা বাবদ অর্থ বন্ধ হবে। তবে গাছের পরিচর্যার কাজগুলি চালিয়ে না গেলে উক্ত অর্থের পরিমাণও অর্ধেক হয়ে যাবে।গাছের বেড়ার ক্ষেত্রে লাইভ ফেন্সিং বা কম খরচের বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজ্যের ক্ষেত্রে এই পরিমার্জিত নির্দেশিকা প্রচারিত হল। ভারত সরকারের মূল নির্দেশনামটিও সংযোজিত হল।

সারা রাজ্যে এই নির্দেশ মোতাবেক চারাঘরের কাজ, বন ও বাগিচা সৃজন অবিলম্বে শুরু করতে হবে।

স্বঃ (দিব্যেন্দু সরকার, আই এ এস)
মহাধ্যক্ষ, মহাত্মা গন্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প, প:ব:

স্মারক সংখ্যা- ১৩৪২আর ডি-পি/ ১(২০)/এনআরইজিএ/ ১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫

অনুলিপি প্রেরিত হল জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১) প্রধান সচিব, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এ্যাডমিনিসট্রেসন
২-১৯) জেলা শাসক, সকল জেলা
২০)অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে।

১৭/০৩/১৫

সুদীপ্ত পোড়েল, ডব্লু বি সি এস(এক্সিকিউটিভ)
উপ সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খাপ- ১

পথপার্শ্বে ও অন্যান্য খণ্ডজমিতে (সরকারি), বন ও বাগিচা সৃজনে এবং ফলভোগের অধিকার প্রদানের আবেদন পত্র

প্রেরকঃ

_____

_____ গ্রাম পঞ্চায়েত

_____ ব্লক

_____ জেলা

প্রাপকঃ

_____ (নির্দিষ্ট আধিকারিক)

_____ (দফতরের নাম)

_____ (বিভাগ ও ঠিকানা)

মহাশয়/ মহাশয়া,

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এনআরইজিএ (ইউ এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আরডিপি/এনআরইজিএ/ ১৮বি-০১/১৪, তাং ১৭/০৩/১৫- এ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক আপনার দফতরের অধীন নিম্নলিখিত জমিগুলিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি প্রার্থনা করছি।

ক্রমিক সংখ্যা	উপভোক্তার নাম	জব কার্ড নং	জমির বিস্তৃত বিবরণ	জমির পরিমাণ (ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য)	প্রজাতির নাম	প্রজাতির মোট সংখ্যা

আরও অনুরোধ করি, হস্তান্তর অযোগ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি-যোগ্য বৃক্ষ পাট্টা (শুধুমাত্র ফলভোগের অধিকার সহ) উক্ত উপভোক্তাদের প্রদান করা হোক।

তাং-

স্বাঃ

স্থান-

সচিব_____ গ্রাম পঞ্চায়েত

খাপ-২

বিষয়- পথপার্শ্বে বা খাস জমিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি ও ফলভোগের অধিকার প্রদান

তাং-

নির্দেশ

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এনআরইজিএ (ইউ এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪১ আরডিপি/এনআরইজিএ/১৮বি-০১/১৪/ তাং ১৭/০৩/১৫ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্বেশিকা মোতাবেক ও পঞ্চায়েত কর্তৃক _____ তারিখের অনুমতি প্রদানের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত শর্তে _____ _____ (উপভোক্তার) _____ (বর্ণিত জমিতে) _____ সংখ্যক _____ প্রজাতির বৃক্ষরোপণের ও ফলভোগের অধিকার প্রদান করা হল।

১. এই নির্দেশের ফলে জমির ওপর উপভোক্তার কোনও অধিকার জন্মাবে না। সেই অধিকার সরকারের হাতে সর্বদা ন্যস্ত থাকবে।

২. উপভোক্তা এই নির্দেশে বর্ণিত সংখ্যা ও প্রজাতি মোতাবেক বৃক্ষরোপণ করবেন এবং পাহারা ও পরিচর্যার বিষয়গুলিও পালন করবেন।

৩. গাছগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে উপভোক্তা গাছ এবং এই জনসম্পত্তির কোনও রকম ক্ষতি সাধন না করে ফলভোগের অধিকার ভোগ করবেন। শুধুমাত্র বন দফতরের নিয়ম মেনেই গাছ কাটা যাবে (যদি প্রয়োজন হয়) এবং বনদফতরের নিয়ম অনুসারে পুনরায় বনসৃজন করতে হবে।

৪. উপভোক্তা তাঁকে প্রদত্ত জমির বাইরে অন্য কোনও জমি দখল করবেন না।

৫. উপভোক্তা এমন কোনও কাজ করার চেষ্টা করবেন না যাতে করে প্রদত্ত জমির কোনও রূপ ক্ষতি হয়।

৬. উপভোক্তা প্রদত্ত জমি এমন কোনও কাজে ব্যবহার করবেন না যা আইনসিদ্ধ নয়।

উপরন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হবে, জমির সুরক্ষা সম্পর্কে প্রকল্প অধিকারিক ও নির্দিষ্ট আধিকারিকের প্রতিবেদনের ওপর, যদি উপভোক্তা (ক) প্রকল্পে বর্ণিত কর্তব্য সমূহ পালন না করেন, (খ) প্রদত্ত জমির ক্ষতি বা ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা করেন, (গ) প্রদত্ত জমির বাইরে কোনও জমি দখল করেন, (ঘ) জমির ওপর আইনবিরুদ্ধ কোনও কাজ করেন বা করার প্রচেষ্টা করেন। এই অনুমতি প্রত্যাহারের পর গাছ, সম্পদ সহ জমি সরকারের হাতে পুনরায় ন্যস্ত হবে এবং সরকার অন্য কোনও উপভোক্তাকে একই ভাবে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন।

শ্রী/শ্রীমতি _____ (উপভোক্তা) কে বৃক্ষরোপণের কাজটি এই অনুমতি প্রদানের ছ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, নতুবা এই নির্দেশ কার্যকরি থাকবে না।

স্বাঃ

পদনাম

অনুলিপি প্রেরিত

১. _____ (উপভোক্তা)

২. _____ প্রকল্প অধিকারিক, মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প _____ ব্লক

৩. সচিব _____ গ্রাম পঞ্চায়েত

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PANCHAYATS & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
9TH FLOOR, JOINT ADMINISTRATIVE BUILDING
BLOCK HC, PLOT 7, SECTOR – III,
SALT LAKE CITY, KOLKATA – 700 106

Memo. No.4036(22) -RD/P/NREGA/18S-07/06(Pt-I) Dated: 20.08.2015

From: Sudipta Porel, WBCS(Exe)
Deputy Secretary to Govt. of West Bengal

To: The Principal Secretaty, GTA
The District Magistrate, all
The AEO, Siliguri Mahakuma Parishad

Sub: Rate of Plantation Maintenance under NREGA BRIKHA PATTA

Sir,

It has been decided by the State Government to provide Plantation Maintenance wage in MGNREGA Brikha Patta Scheme at the following rate

1) With survival rate above 90% of the total planted saplings and with all maintenance works complied as per estimate like watering, application of fertiliser, mulching, weeding etc:

The maintenance wage will be (1) Rs.10/- per survived plant each month for Road Side Plantation and (2) Rs.5/- per survived plant each month for Block Plantation.

2) With survival rate above 90% of the total planted saplings but without any maintenance works complied as per estimate like watering, application of fertiliser, mulching, weeding etc:

The Maintenance wage will be(1) Rs.5/- per survived plant each month for Road Side Plantation and (2) Rs.3/- per survived plant each month for Block Plantation.

3) With survival rate in the range 75-90% of the total planted saplings and with all maintenance works complied as per

estimate like watering, application of fertiliser, mulching, weeding etc:

The Maintenance wage will be (1) Rs.5/- per survived plant each month for Road Side Plantation and (2) Rs.3/- per survived plant each month for Block Plantation.

4) With survival rate in the range 75-90 % of the total planted saplings but without any maintenance works complied as per estimate like watering, application of fertiliser, mulching, weeding etc:

The Maintenance wage will be (1) Rs.3/- per survived plant each month for Road Side Plantation and (2) Rs.2/- per survived plant each month for Block Plantation.

The estimate should be for the entire period of 3-5 years (the varieties having quick maturity should have less maintenance period) and the calculated wage to the beneficiary family in a year for first 100 person-days (150 for FRA beneficiaries) will be unskilled one and rest shall be treated as semi-skilled wage. The sample estimate circulated by Government of India is enclosed herewith which is to be revised as per state stipulated rate and norm. The saplings issued in the form of Patta shall be not less than 50 and not more than 200 per family.

Maintenance wage is to be disbursed each month for the preceding month only after getting work certified by the competent person regarding the rate of survival and compliance of estimated maintenance work.

With regards,

Yours faithfully,

Enclo: As stated

20.05.15

(Sudipta Porel)

Deputy Secretary to Government of West Bengal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Panchayats & Rural Development Department
Joint Administrative Building
Block HC-7, Sector –III, Salt Lake
Kolkata-700 106

No. 3479(21)- RD/P/NREGA/18S-07/06 (PT-I) Date: 17/07/2015

To: The District Magistrate, District Programme Coordinator (All)
Principal Secretary (GTA)
Additional Executive Officer (SMP)

Sub: Permission for plantation by the side of PMGSY roads

Madam/Sir,

While taking up roadside plantation against the roads built through PMGSY and also providing Briksha Patta to the individuals/ user groups/self-help groups is one of the priorities for plantation activities under Mahatma Gandhi NREGA. Some of the districts have raised the issue of obtaining permission from the PMGSY authority for providing Briksha Patta to identified beneficiaries. It has been indicated that the district PMGSY authority in some of the districts have not extended any permission on the ground that the land often belongs to the villagers and the roads have been built on the basis of their voluntary contribution in terms of land. Naturally it is the villagers who are authorised to provide such 'No Objection' for Briksha Patta.

It is clarified that roadside plantation is an initiative for strengthening the roads built under PMGSY and the land already taken possession of by the PMGSY authority will be utilised for such plantation. Accordingly, as the nodal department for construction of roads under PMGSY, we would like to clarify that no further permission from any agency whatsoever is required for plantation of trees by the side of PMGSY roads as well as for providing usufruct rights to identified beneficiaries for using the benefits out of the trees thus planted. This clarification may be construed as en-block permission by the department for all plantation activities and conferring Briksha Patta to identified beneficiaries for all PMGSY roads of the State.

Yours faithfully,

17.07.2015

(Dibyendu Sarkar)
Commissioner, P&RD Department

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PANCHAYATS & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
9TH FLOOR, JOINT ADMINISTRATIVE BUILDING
BLOCK HC, PLOT 7, SECTOR – III,
SALT LAKE CITY, KOLKATA – 700 106

Memo No. -RD/P/NREGA/V18B-01/14 Dated: 22.08.2015

From: Dibyendu Sarkar, IAS
Commissioner, MGNREGA, WB

To: The Principal Secretaty, GTA
The District Magistrate, all
The AEO, Siliguri Mahakuma Parishad

Sub: Violation of Brikha Patta order & action thereon

Sir,

One of the major maladies in implementation of plantation works under Mahatma Gandhi NREGA was lack of appropriate maintenance support to ensure survival of the plants. Once planted, the saplings often became no one's concern. Even the person entrusted with the watch and ward responsibility was very loosely associated and there was no relationship between the wages paid to the watcher and the rate of survival of plants. This resulted in huge loss of plants after plantation and the survival rate was pretty low. As a result, although West Bengal was one of the frontrunners in terms of number of saplings planted, we had much to be desired in relation to the survival rate of plants.

On the other hand, if we see the experiments with block plantation in Bankura and other districts, especially in the Western part of the State, the story is entirely different. In most of the orchards, the land was leased by the Self-help Groups and they had clearly determined usufructuary rights on the plants. They ensured that the plants survived and their income substantially increased by selling the fruits.

It is in this perspective that the system of 'Briksha Patta' has been introduced by the Government of India and the State Government communicated the detailed guidelines on this to the districts. It was categorically mentioned in the guidelines issued by the Department that all plantations excluding those in the IBS sector will have to follow the 'Briksha Patta' principles. Even the IBS sector the release of maintenance wage will follow similar guidelines as in the 'Briksha Patta'.

Another order was issued vide this Office No.3644 RD-P/NREGA/18B-01/14 dated 10.08.15 where it has been clearly spelt out that any plantation violating the 'Briksha Patta' guidelines will not be treated as work implemented under Mahatma Gandhi NREGA. Despite all such stipulations there are reports from the field that plantations are still being done without assigning 'Briksha Patta' which is gross violation of the instructions.

Under the circumstances we would like to reiterate the importance of 'Briksha Patta' in survival of plants and as essential part of our plantation strategy under Mahatma Gandhi NREGA. However, this concept of 'Briksha Patta' does not directly apply to the backyard plantation in the IBS sector, block plantation involving SHG members (there indirectly there is assignent of usufract rights to the SHG members) and the plantation by the Forest Department where the Forest Protection Committees have similar kind of rights.

To review progress of 'Briksha Patta' in the context of plantation under Mahatma Gandhi NREGA as well as the level of compliance in the field on the directions issued on this, I would like to have a report on the following:

Name of the District

Name of the Block	Total saplings planted	Total saplings planted under Roadside Plantation	Total Briksha Patta issued	No of works implemented without Briksha Patta assignment (with saplings thus planted in bracket)	Amount involved (Rs.)	Action taken against such violation (may add separate pages)	Amount recovered from the GPs for implementation of works clearly disapproved by the State	Remarks of the District
District total								

With regards,

Thanking you,

22.08.15

(Dibyendu Sarkar)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PANCHAYATS & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
9TH FLOOR, JOINT ADMINISTRATIVE BUILDING
BLOCK HC, PLOT 7, SECTOR – III,
SALT LAKE CITY, KOLKATA – 700 106

Memo. No. 5001 (21) —RD/P/NREGA/18S-07/06 Dated: 03.11.2015

From: Sudipta Porel, WBCS(Exe)
Deputy Secretary to Govt. of West Bengal

To: The Principal Secretary, GTA
The District Magistrate, all
The AEO, Siliguri Mahakuma Parishad

Sub: Clarification regarding Brikha Patta

Sir/Madam,

I am directed to circulate the following clarification regarding Brikha Patta.

1) Guideline issued vide Memo. No. 1342-RD/P/NREGA/18B-01/14 dated 17/03/15 mentioned only plantation by Gram Panchayats and question has been raised whether same condition is applicable in case of Plantation raised by Panchayt Samiti.

Keeping the other conditions same, in case of Panchayat Simiti, Executive Officer of PS will issue the Patta to Brikha Pattadars.

2) Guideline issued vide Memo. No. 4626 dated 10.10.14 stipulates the number of saplings per family for patta as 50-200. As per order vide No.2790 dated 09.06.15(convergence with SSM/school) horticulture/plantation scheme will be implemented at school premises or adjacent location through Brikha Patta.

Now in case of such scheme through Brikha Patta in such institutions, the lower limit for patta is hereby waived but payment for maintenance of such plantation will be as per surviving plants in the spirit of the G.O. No. 41342-RD/P/NREGA/18B-01/14 dated 17/03/15 626 dated 10.10.14.

3) The wage-rate for maintenance will be same as enumerated in Memo. No. 4036(22)-RD/P/NREGA/18S-07/06 dated 20.08.15.

With regards,

Yours faithfully,

(Sudipta Porel)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Panchayats & Rural Development Department
Joint Administrative Building
Block HC-7, Sect -III, Salt Lake
Kolkata - 106

No. 801(21)-RD/P/NREGA/18B-01/14 Date: 15/02/2016

To
The Principal Secretary (GTA)
The District Magistrate (All)
The Additional Executive Officer (Siliguri Mahakuma Parishad)

Sub: Plantation under MGNREGA and Briksha Patta

Madam/Sir

Kindly refer the series of correspondences on plantation under MGNREGA and for issuing Briksha Patta to the local job seeker households. You will certainly appreciate that the mechanism of assigning plants to the job seekers is aimed at providing further employment to the households for continued maintenance of the plants as well as for ensuring sustainability of plantation. Since through Briksha Patta the household will have specific rights to the usufructs as well as the final products, their stake in ensuring survival of the plants is expected to be very high.

In our earlier letter dated 17.03.15, we circulated some formats for obtaining approval from the concerned Department as well as issuing Briksha Patta to the stakeholders. In order to simplify the process further we would like to propose the enclosed 4 formats in lieu of eelier two(Briksha Patta 1, Briksha Patta2, Briksha Patta 3, Briksha Patta 4). The following will be the process to be adopted by the gram Panchayats/other PIAs:

1. Identification of the patches of land for plantation including identification of the owner Government agency of such land.
2. Sending request to such Government agency for assigning the land to the gram panchayat with a specific objective of raising plantation there at.
3. However, ownership of the land will continue to be with the department concerned. In a letter of request it will also be mentioned that the plants raised on such land will be given to individual job seeker households as Briksha Patta.
4. The concerned Government agency will issue permission in favour of the GP/PIA for use of such land for plantation with Briksha Patta rights to individual households.
5. Once permission from the concerned Government agencies obtained the Gram Panchayat/PIA will seek applications from individuals/SHG members for assigning plants as Briksha Patta.
6. Once applications are received the Gram Panchayat will issue patta rights to the applicants with specific provisions that the patta is restricted to the plants only and not to the land where on such plants are being raised.

Please follow the instructions and use the formats Brikha Patta 1-4 accordingly.

Where Briksha Patta is issued on land taken on long term lease from individual land owners, provision of Briksha patta will be suitably modified to indicate three-stake holder distribution of the produce as indicated in our earlier letter dated 17.03.15.

Yours faithfully,

17/2/2016

Dibyendu Sarkar
Commissioner, P&RD Department

বৃক্ষ পাট্টা নিদর্শ–১

রাস্তার পাশে ও অন্যান্য খন্ডজমিতে (সরকারি), বন ও বাগিচা সৃজনে এবং ফলভোগের অধিকার প্রদানের আবেদন পত্র (পঞ্চায়েত কর্তৃক দপ্তরকে)

অর্থ বর্ষ :

প্রেরক ঃ

---------- গ্রাম পঞ্চায়েত/ পঞ্চায়েত সমিতি

---------- ব্লক

প্রাপক ঃ

---------- (নির্দিষ্ট আধিকারিক)

---------- (দফতরের নাম)

---------- (বিভাগ ও ঠিকানা)

মহাশয় / মহাশয়া,

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮ - এন.আর.ই.জি.এ (ইউ.এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ/১৮বি-০১/১৪, তাং ১৭/০৩/১৫ এ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক আপনার দফতরের অধীন নিম্নলিখিত জমিগুলিতে -----অর্থ বর্ষে বৃক্ষরোপণের অনুমতি প্রার্থনা করছি ।

ক্রমিক নং	জমির বিস্তৃত বিবরণ	জমির পরিমাণ (ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য)	প্রজাতির নাম	প্রজাতির মোট সংখ্যা

(এই দরখাস্তের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশনামা ১৩৪২-আর-ডিপি.এন.আর.ই.জি.এ/১৮-বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ ও ভারত সরকারের নির্দেশনামা ১১০১৭/১৭/২০০৮-এন.আর.ই.জি.এ(ইউ.এন) পার্ট-২ তাং ৩১/০৭/১৫ সংযোজন করা প্রয়োজন)

তাং

স্বাক্ষর

স্থান

সচিব ---------- (গ্রাম পঞ্চায়েত)

(বা নির্বাহী আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতি(পঞ্চায়েত সমিতি প্রকল্প রূপায়ন করলে)

বৃক্ষ পাট্টা নিদর্শ-২

বিষয় - পথপার্শ্বে বা খন্ডজমিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি ও ফলভোগের অধিকার প্রধান

(দপ্তর কর্তৃক পঞ্চায়েতকে)

তারিখ ঃ

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮ - এন.আর.ই.জি.এ (ইউ.এন.) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ./১৮-বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক ও পঞ্চায়েত কর্তৃক ---------- তারিখের অনুমতি প্রদানের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত শর্তে ---------- (বর্ণিত জমিতে) ---------- সংখ্যক ---------- প্রজাতির বৃক্ষরোপণের ও ফলভোগের অধিকার প্রদান করা হল ।

১) এই নির্দেশের ফলে জমির ওপর উপভোক্তার / গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতির কোনও অধিকার জন্মাবে না। সেই অধিকার সরকারের (সংশ্লিষ্ট দপ্তরের) হাতে সর্বদা ন্যস্ত থাকবে ।

২) উপভোক্তা এই নির্দেশে বর্নিত সংখ্যা ও প্রজাতি মোতাবেক বৃক্ষরোপণ করবেন এবং পাহারা ও পরিচর্যার বিষয়গুলিও পালন করবেন ।

৩) গাছগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে উপভোক্তা গাছ এবং এই জনসম্পত্তির কোনও রকম ক্ষতি সাধন না করে ফলভোগের অধিকার ভোগ করবেন । শুধুমাত্র বন দফতরের নিয়ম মেনেই গাছ কাটা যাবে (যদি প্রয়োজন হয়)।

৪) উপভোক্তা তাঁকে প্রদত্ত জমির বাইরে অন্য কোনোও জমি দখল করবেন না ।

৫) উপভোক্তা এমন কোনোও কাজ করার চেষ্টা করবেন না যাতে করে প্রদত্ত জমির কোনোও রূপ ক্ষতি হয়।

৬) উপভোক্তা প্রদত্ত জমি এমন কোনোও কাজে ব্যবহার করবেন না যা শর্ত মোতাবেক ও আইনসিদ্ধ নয়।

৭) দপ্তরের নিজস্ব কাজে কোনদিন জমিটি প্রয়োজন পড়লে আইন মোতাবেক জমিটি দপ্তর ব্যবহার করবে এবং সেক্ষেত্রে সৃজিত সম্পদ পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতিকে আইন মোতাবেক ফিরিয়ে নিতে হবে।

৮) সম্পদটি থেকে সৃষ্ট আয়ের একাংশ থেকে পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতি তাঁর সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলাকায় দপ্তরের কর্মসূচী রূপায়ণে সাহায্য করতে পারে।

উপরন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হবে, জমির সুরক্ষা সম্পর্কে প্রকল্প আধিকারিক ও নির্দিষ্ট আধিকারিকের প্রতিবেদনের ওপর, যদি উপভোক্তা (ক) প্রকল্পে বর্ণিত কর্তব্য সমূহ পালন না করেন, (খ) প্রদত্ত জমির ক্ষতি বা ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা করেন (গ) প্রদত্ত জমির বাইরে কোনোও জমি দখল করেন, (ঘ) জমির ওপর আইনবিরুদ্ধ কোনোও কাজ করেন বা করার প্রচেষ্টা করেন । এই অনুমতি প্রত্যাহারের পর গাছ, সম্পদ সহ জমি সরকারের হাতে পুনরায় ন্যস্ত হবে এবং সরকার পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতির সাহায্যে অন্য কোনোও উপভোক্তাকে একই ভাবে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন ।

গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতিকে বৃক্ষরোপণের কাজটি এই অনুমতি প্রদানের ছ-মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, নতুবা এই নির্দেশ কার্যকরি থাকবে না ।

সাক্ষর

পদ :

অনুলিপি প্রেরিত ঃ

১) ---------- প্রকল্প আধিকারিক, মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প --------- ব্লক

২) সচিব ---------- গ্রাম পঞ্চায়েত

বৃক্ষ পাট্টা নিদর্শ-৩

রাস্তার পাশে ও অন্যান্য খন্ডজমিতে বন ও বাগিচা সৃজনে এবং ফলভোগের অধিকার প্রদানের জন্য উপভোক্তা কর্তৃক আবেদন পত্র

উপভোক্তা ঃ

---------- নাম, ঠিকানা
---------- সংসদ
---------- জবকার্ড নং
---------- একাউন্ট নং
---------- গ্রাম পঞ্চায়েত
---------- ব্লক

প্রাপক ঃ

সচিব (গ্রাম পঞ্চায়েত)/নির্বাহী আধিকারিক(পঞ্চায়েত সমিতি)

---------- গ্রাম পঞ্চায়েত/ পঞ্চায়েত সমিতি
---------- ব্লক

মহাশয় / মহাশয়া,

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮ - এন.আর.ই.জি.এ (ইউ.এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ/ ১৮বি-০১/১৪, তাং ১৭/০৩/১৫ এ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক নিম্নলিখিত জমিগুলিতে আমাকে বনসৃজন করে বৃক্ষ-পাট্টা প্রদানের অনুরোধ জানাই।

উক্ত নির্দেশিকায় বর্ণিত সকল শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকব ও শর্ত খেলাপে কর্তৃপক্ষের বৃক্ষ পাট্টা বাতিলের অধিকার থাকবে।

ক্রমিক নং	জমির বিস্তৃত বিবরণ*	জমির পরিমাণ (ক্ষেত্রফল বা দৈর্ঘ্য)*	প্রজাতির নাম	প্রজাতির মোট সংখ্যা

(*উপভোক্তা জমির বিবরণ দিতে না পারলে পঞ্চায়েত এই কাজে সাহায্য করে জমি সংক্রান্ত তথ্য পূরণ করবে, উপভোক্তা-পরিবার প্রতি সর্বনিম্ন গাছ সংখ্যায় ৫০, সর্বাধিক ২০০ পেতে পারেন। সর্বশিক্ষা মিশনের সাথে সমন্বয়ে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যা বাঁধা নেই)

তাং

স্থান

স্বাক্ষর

(উপভোক্তা)

(গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি)

বৃক্ষ পাট্টা নিদর্শ-৪

বিষয় - পথপার্শ্বে বা খন্ডজমিতে বৃক্ষরোপণের অনুমতি ও ফলভোগের অধিকার প্রধান মূলক বৃক্ষ-পাট্টা

নাম, পিং/স্বামী, ঠিকানা, জব কার্ড নং: নং: তারিখ :

ভারত সরকারের স্মারক সংখ্যা ১১০১৭/১৭/২০০৮ - এন.আর.ই.জি.এ (ইউ.এন) অংশ ২, তাং ৩১/০৭/১৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ/ ১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ বর্ণিত বৃক্ষরোপণের (মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের অধীনে) নির্দেশিকা মোতাবেক ও পঞ্চায়েত কর্তৃক ---------- তারিখের অনুমতি প্রদানের দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত শর্তে ---------- (বর্ণিত জমিতে) ---------- ---------- ---------- সংখ্যা, প্রজাতির বৃক্ষরোপণের ও ফলভোগের অধিকার প্রদান করা হল--------উপভোক্তার(নাম, পিং/স্বামী, ঠিকানা, জব কার্ড নং, এ্যাকাউন্ট নং)।

১) এই নির্দেশের ফলে জমির ওপর উপভোক্তার/ গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতির কোনও অধিকার জন্মাবে না। সেই অধিকার সরকারের (সংশ্লিষ্ট দপ্তরের) হাতে সর্বদা ন্যস্ত থাকবে ।

২) উপভোক্তা এই নির্দেশে বর্ণিত সংখ্যা ও প্রজাতি মোতাবেক বৃক্ষরোপণ করবেন এবং পাহারা ও পরিচর্যার বিষয়গুলিও পালন করবেন ।

৩) গাছগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে উপভোক্তা গাছ এবং এই জনসম্পত্তির কোনও রকম ক্ষতি সাধন না করে ফলভোগের অধিকার ভোগ করবেন । শুধুমাত্র বন দফতরের নিয়ম মেনেই গাছ কাটা যাবে (যদি প্রয়োজন হয়) এবং বনদফতরের নিয়ম অনুসারে পুনরায় বনসৃজন করতে হবে ।

৪) উপভোক্তা তাঁকে প্রদত্ত জমির বাইরে অন্য কোনোও জমি দখল করবেন না ।

৫) উপভোক্তা এমন কোনোও কাজ করার চেষ্টা করবেন না যাতে করে প্রদত্ত জমির কোনোও রূপ ক্ষতি হয়।

৬) উপভোক্তা প্রদত্ত জমি এমন কোনোও কাজে ব্যবহার করবেন না যা শর্ত মোতাবেক ও আইনসিদ্ধ নয়।

৭) দপ্তরের নিজস্ব কাজে কোনদিন জমিটি প্রয়োজন পরলে আইন মোতাবেক জমিটি দপ্তর ব্যবহার করবে এবং সেক্ষেত্রে সৃজিত সম্পদ পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতিকে আইন মোতাবেক ফিরিয়ে নিতে হবে।

৮) উপভোক্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা ৪০৩৬(২২)-আর.ডি/পি/এন.আর.ই.জি.এ/ ১৮-এস-০৭/০৬ - তাং ২০/০৮/১৫ বা পরবর্তীকালে সংশোধিত নির্দেশিকা নির্ধারিত হারে মাসিক পরিচর্যা-রক্ষণাবেক্ষণের মজুরি লাভ করবে (প্রাককলণে বর্ণিত সময়সীমা ব্যাপী)। আর কোন অতিরিক্ত মজুরি না দেওয়া হলেও সার, কীটনাশক সমূহ প্রাককলন মোতোবেক দেওয়া হবে।

৯) ৯০% অধিক গাছ বাঁচিয়ে রাখতে পারলে মাসিক মজুরি অব্যাহত থাকবে। ৭৫-৯০% শতাংশের ক্ষেত্রে এই মজুরি অর্ধাংশে হয়ে যাবে। ৭৫% নিচে গাছ বাঁচলে এই মজুরি প্রদান বন্ধ করা হবে। প্রাককলন মোতাবেক নিয়মিত পরিচর্যা না করলে এই মজুরির হারও পূর্বোক্ত হারের অর্ধাংশে পরিণত হবে। উল্লেখ্য মাসিক মজুরি প্রদানের পূর্বে জীবিত গাছের সংখ্যা সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংশাপত্র দেবেন।

১০) উপভোক্তা ও রূপায়ণকারীর মধ্যে ফল ও কাঠ মূল্যের ভাগাভাগি (লিজ জমির ক্ষেত্রে লিজদাতা যুক্ত হবে) স্মারক সংখ্যা ১৩৪২ আর.ডি.পি./এন.আর.ই.জি.এ/ ১৮বি-০১/১৪ তাং ১৭/০৩/১৫ মোতাবেক নির্ধারিত হবে।

উপরন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হবে, জমির সুরক্ষা সম্পর্কে প্রকল্প আধিকারিক ও নির্দিষ্ট আধিকারিকের প্রতিবেদনের ওপর, যদি উপভোক্তা (ক) প্রকল্পে বর্ণিত কর্তব্য সমূহ পালন না করেন, (খ)প্রদত্ত জমির ক্ষতি বা ক্ষতি সাধনের প্রচেষ্টা করেন (গ) প্রদত্ত জমির বাইরে কোনোও জমি দখল করেন, (ঘ) জমির ওপর আইনবিরুদ্ধ কোনোও কাজ করেন বা করার প্রচেষ্টা করেন । এই অনুমতি প্রত্যাহারের পর গাছ, সম্পদ সহ জমি সরকারের হাতে পুনরায় ন্যস্ত হবে এবং সরকার পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতির অন্য কোনোও উপভোক্তাকে একই ভাবে তা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন ।

গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতিকে বৃক্ষরোপণের কাজটি এই পাট্টা প্রদানের তিন-মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, নতুবা এই নির্দেশ কার্যকরি থাকবে না ।

প্রাপক, প্রদানকারীর সাক্ষর

পদ/ নাম:

অনুলিপি প্রেরিত :

১) ---------- প্রকল্প আধিকারিক, মহাত্মা জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প --------- ব্লক

২) সচিব ---------- গ্রাম পঞ্চায়েত

৩) ---------- প্রাপক(নাম, পিং/স্বামী, ঠিকানা, জব কার্ড নং)